কর্কটক্রান্তি থেকে মকরক্রান্তি

অস্ট্রেলিয়ার দৈনন্দিন জীবনের নানা দিক নিয়ে ক্যামেরায় তোলা ছবির প্রদর্শনী। এই নামে না ডেকে একে বলা চলত 'উল্টো দেখা'—কারণ এই দ্বীপ দেশটি পৃথিবীর উল্টো দিকে, গ্লোবের একেবারে নীচেয় অবস্থিত। উলট-পুরাণই বটে—'গত গ্রীষ্মের শীত' নামটিও মানানসই হত একারণে। হবে না! গত বছরে প্রায় কর্কটক্রান্তি রেখার ওপরে অবস্থিত বর্ধমান থেকে মে মাসের গরমে ঘামতে ঘামতে হুট করে গিয়ে পড়লাম ওদেশের রাজধানী ক্যানবেরার তুষার-ঝরা ঠাণ্ডায়! মাস ছয়েকের ঝাঁকি দর্শন—লেখাপড়ার জন্য অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে। কিন্তু বই-এর পাতা থেকে মুখ তুলে, অসীম কৌতুহলের সঙ্গে কখনো কখনো দেখেছি অস্ট্রেলিয়ার অত্যাশ্চর্য প্রাকৃতিক সম্ভার। সেখানকার ভূমিরূপ থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণী, গ্রাম-শহর-সমাজকে জানতে চেয়েছি যথা সম্ভব, অনুসন্ধিৎসু মনে বুঝতে চেয়েছি। তারই ফসল এই ছবিগুলো, আর নিজের দেখার অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য এই প্রদর্শনীটি।

৬০,০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অস্ট্রেলিয়ার আদি মানুষেরা সেখানকার ভূদৃশ্য, প্রাণী ও উদ্ভিদকূলকে দেখে এসেছে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত বিষয় হিসেবে। তাদের সেই দেখার গল্প বলা আছে অজস্র 'ড্রীমটাইম স্টোরিজ'-এ, ঝিম ধরা থেমে যাওয়া সময়ের এক জীবনকথায়। আবার ১৭৮৮ সালে জাহাজে করে মহাসাগর পেরিয়ে ওই ভূখণ্ডে এসে পৌঁছালো যে ইউরোপীদের দল, তাদের দৃষ্টি ছিল একদমই আলাদা। নতুন আসা সাদা চামড়ার মানুষেরা অস্ট্রেলিয়ার বিচিত্র ভূদৃশ্যকে দেখল 'পণ্য' হিসেবে, যাকে টুকরো করে কাটা চলে, খনি থেকে তোলা চলে এবং ইচ্ছেমত বদলানো যায়। আবার ২০০০ মে থেকে অক্টোবরের যাত্রায় আমার তোলা এই ছবিগুলোতে আছে আমার নিজস্ব বিশেষ দৃষ্টিকোণ। প্রতিটি ভূদৃশ্যের একটি সুনির্দিষ্ট ইতিহাস থাকার সম্ভাবনা—কোনো না কোনো প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক শক্তি দৃশ্যটিকে তার বর্তমান রূপ দিচ্ছে। সেটা বোঝার চেষ্টা করেছি ছবিগুলোর মধ্যে দিয়ে।

তবে যেহেতু এই ছবিগুলো একমাত্র আমারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসঞ্জাত, সেহেতু একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এগুলোর চেয়ে ভালো (বা মন্দভাবে) কিংবা অন্যভাবে, অন্য রকমে অস্ট্রেলিয়াকে দেখা ও দেখানো সম্ভব। সম্ভব, যে আমার ছবিগুলো সেদেশের প্রকৃতি-মানুষের কেবল কয়েকটি দিকই তুলে ধরেছে—অনেকটা বাদ গেছে যা আমি জানি না, দেখি নি, দেখতে চাই নি,

দেখানো গেল না, নির্বাচন করতে হল—এমন হতে পারে।

আবার ছবির ব্যাখ্যা দিয়েছি সঙ্গে, তার মানে আমার অভিপ্রায় এই নয় যে, আমার দেওয়া ব্যাখ্যাগুলিই গুরুত্ব পেয়ে যাক। বিষয়টিকে বেছেছি আমি—কিন্তু এই ছবিগুলিকে টেক্সট্ হিসেবে ব্যবহার করে তার থেকে ভিন্নতর অর্থ খুঁজে বের করার পূর্ণ অধিকার দর্শকের আছে। আমার মত করে ছাড়াও অন্য নানা ভিন্নভাবে ছবিগুলোর মানে হতে পারে। যেমন ছবিতে আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ, আমার চোখ, আমার দেখা। তেমনি উৎসাহী দর্শক—আপনার চোখদুটি খুঁজে বার করুক এগুলোর নতুন অর্থ, নতুন তাৎপর্য, নতুন ব্যাখ্যা। এগুলো আমাকেও দেখান। এর জন্য মন্তব্যের খাতা রাখা রইল। আপনাদের মন্তব্যগুলি থেকে দেখি এই প্রদর্শনী কোনো বিশেষ বার্তা পাঠালো কিনা আপনার মনে।

ছবিগুলোর প্রাযুক্তিক দিক তো একটা আছেই—যেহেতু এখানে 'দেখা'র ব্যাপারটা একটা যন্ত্রের সহায়তায় সম্পন্ন হচ্ছে। তবে দর্শকদের অনুরোধ করবো প্রযুক্তি বা আধারের চেয়ে বেশি জোর দিতে ছবিগুলোর আধেয় বা বিষয়বস্তুর উপরে। ভূগোল পড়েছি বলে অজানা দেশ, নতুন দেশ হয়তো আমাকে বেশিই টানে। কোনো অবাক করা জিনিস দেখলে বুঝতে ইচ্ছে করে কেন, কি করে এমন হল। আবার স্বভাব-শিক্ষকতা বাধ্য করে নিজের বোঝা ও দর্শন অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। এই বলেই সাফাই গাওয়া যাক আপাতত।

প্রদর্শনীটি সম্পূর্ণ নিজেদের উৎসাহে ও খরচে আয়োজিত; এর কোনো স্পনসর নেই। এর সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকে ক্যামেরার লেন্সের মধ্য দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখতে ভালোবাসেন, ভালোবাসেন যা দেখছেন তার সম্পর্কে কমেন্টারি করতে। এই ভালোবাসাই এঁদের সাময়িকভাবে কাছে টেনে এনেছে। প্রদর্শনীটিকে গড়ে তোলায় সহায়তার জন্য এঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ বর্ধমান জিলা পরিষদকেও—সম্পূর্ণ অ-বাণিজ্যিক এই প্রয়াসকে সুদৃঢ় সমর্থন যোগানোর জন্য। সর্বোপরি ধন্যবাদ আমার পরিবার-বন্ধুবর্গকে, যাঁরা এটিকে সাজিয়ে তুলতে বহু ত্যাগ স্বীকার ও পরিশ্রম করেছেন।

ডঃ কুন্তলা লাহিড়ী-দত্ত
অধ্যাপিকা, ভূগোল বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান-৭১৩১০৪